"মিষ্টি বাচ্চারা - যখন তোমরা সম্পূর্ণ পবিত্র হবে তখন বাবা তোমাদের সমর্পণ ভাব স্বীকার করবেন, নিজেকে জিজ্ঞাসা করো আমরা কতখানি পবিত্র হয়েছি"

*প্রশ্নঃ - তোমরা বাচ্চারা এখন খুশীর অনুভূতি সহকারে বাবার কাছে সমর্পিত হও - কেন ?

*উত্তরঃ - কারণ তোমরা জানো, এখন আমরা সমর্পিত হই তো বাবাও ২১ জন্মের জন্য সমর্পিত হয়ে থাকেন। তোমরা বাচ্চারা এই কথাও জানো যে এখন এই অবিনাশী রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে সব মানুষ মাত্রকে স্বাহা হতেই হবে, তাই তোমরা আগে থেকেই খুশী মনে নিজের তন-মন-ধন সব কিছু অর্পণ করে সফল করে নাও।

*গীতঃ- নিজের চেহারা দেখে নে রে প্রাণী মন রূপী দর্পণে....

ওম্ শান্তি । শিব ভগবানুবাচ। নিশ্চয়ই নিজের আত্মা রূপী সন্তানদেরই নলেজ দেন বা শ্রীমৎ প্রদান করেন - হে বাচ্চারা বা হে প্রাণী। শরীর থেকে প্রাণ বেরিয়ে যায় বা আত্মা বেরিয়ে যায়, একই কথা। হে প্রাণী অথবা হে বাচ্চারা, তোমরা দেখেছো যে নিজের জীবনে কত পাপ ছিল এবং কত পুণ্য ছিল! হিসেব তো বলে দিয়েছি - তোমাদের জীবনে অর্ধকল্প পুণ্য, অর্ধকল্প পাপ থাকে। পুণ্যের উত্তরাধিকার বাবার কাছে প্রাপ্ত হয়, যাঁকে রাম বলা হয়। রাম, নিরাকারকে বলা হয়, সীতার রামকে নয়। অতএব এখন তোমরা যে বাচ্চারা এসে ব্রহ্মা মুখবংশী ব্রাহ্মণ হয়েছো, তোমাদের বুদ্ধিতে এসেছে যথাযথভাবে অর্ধকল্প আমরা পুণ্য-আত্মাই ছিলাম পরে অর্ধকল্প পাপ-আত্মা হই। এখন পুণ্য-আত্মা হতে হবে। কতখানি পুণ্য আত্মা হয়েছি, সে কথা প্রত্যেকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো। পাপ-আত্মা থেকে পুণ্য-আত্মা কিভাবে হবো.... সে কথাও বাবা বুঝিয়েছেন। যজ্ঞ, তপ ইত্যাদির দ্বারা তোমরা পুণ্য-আত্মা হবে না, ওটা হল ভক্তি-মার্গ, যার দ্বারা কোনো মানুষ পুণ্য-আত্মায় পরিণত হয় না। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো, আমরা পুণ্য-আত্মায় পরিণত হচ্ছি। আসুরিক মতানুসারে পাপ-আত্মায় পরিবর্তিত হয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমেছি। কত সময় আমরা পুণ্য আত্মা থাকি বা সুখের উত্তরাধিকার নিয়ে থাকি - সে কথা কেউ জানেনা। পিতাকে স্মরণ তো সবাই করে, তাঁকেই পরমপিতা পরমাত্মা বলে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করকে পরমাত্মা বলবে না এবং অন্য কাউকে পরমাত্মা বলবে না। যদিও এই সময় তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মা বলো কিন্তু প্রজাপিতাকে ভক্তিমার্গে কেউ স্মরণ করে না। স্মরণ তবুও সবাই নিরাকার পিতাকেই করে - ও গড ফাদার, ও ভগবান বলে। একের স্মরণেই থাকে। মানুষ নিজেকে গড ফাদার বলতে পারেনা। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করও নিজেকে গড ফাদার বলতে পারেন না। তাদের শরীরের নাম তো আছে তাইনা। গড ফাদার একজনই আছে, তাঁর নিজস্ব শরীর নেই। ভক্তিমার্গে শিবের পুজো অনেক হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো - শিববাবা এই শরীর দ্বারা আমাদের সঙ্গে কথা বলেন - হে বাচ্চারা, কতখানি ভালোবাসা সহকারে বলেন বোঝেন, আমি সর্বজনের পতিত-পাবন, সদগতি দাতা। মানুষ বাবার মহিমা গীত গায় কিন্তু তারা এ'কথা জানেনা যে তিনি ৫ হাজার পরে আসেন। অবশ্যই যখন কলিযুগের অন্তিমকাল হবে তখনই তো আসবেন। এখন কলিযুগের অন্তিম সময়, তাই এখন এসেছেন। তোমাদেরকে কৃষ্ণ পড়ান না। শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয়, শ্রীমৎ কৃষ্ণের নয়। কৃষ্ণের আত্মাও শ্রীমৎ দ্বারা দেবতা স্বরূপে পরিণত হয়েছিলেন পুনরায় ৮৪ জন্ম নিয়ে এখন তোমরা আসুরিক মতানুযায়ী হয়েছো। বাবা বলেন - আমি আসি তখন যখন তোমাদের চক্র পূর্ণ হয়। তোমরা যারা প্রথমে এসেছিলে তারা এখন জর্জরিভূত অবস্থায় আছো। বৃক্ষটি যখন পুরানো জর্জরিভূত অবস্থা হয় তখন সম্পূর্ণ বৃক্ষের এমন অবস্থা হয়ে যায়। বাবা বোঝান - তোমাদের তমোপ্রধান অবস্থা হওয়ার জন্য সবাই তমোপ্রধান হয়েছে। এ হল মনুষ্য সৃষ্টির, ভ্যারাইটি ধর্মের বৃক্ষ, যাকে উল্টো বৃক্ষ বলা হয়, এই বৃক্ষের বীজ উপরে অবস্থিত। সেই বীজ থেকেই সম্পূর্ণ বৃক্ষ বৃদ্ধি পায়। মানুষ বলেও থাকে "গড ফাদার"। আত্মা বলে, আত্মার নামই হল আত্মা। আত্মা শরীরে আসে তখন শরীরের নাম রাখা হয়, খেলা চলতে থাকে। আত্মাদের দুনিয়ায় খেলা নেই। খেলার স্থান হল এইখানে। নাটকে লাইট ইত্যাদি সবই থাকে। যদিও আত্মারা যেখানে থাকে, সেখানে সূর্য, চাঁদ নেই, ড্রামার খেলা চলে না। রাত-দিন এখানেই হয়। সূক্ষ্মবতনে বা মূলবতনে রাত-দিন হয় না, এ হল কর্মক্ষেত্র। এইখানে মানুষ ভালো কর্মও করে, খারাপ কর্মও করে। সত্যযুগ-ত্রেতায় ভালো কর্ম হয় কারণ সেখানে ৫ বিকার রূপী রাবণের রাজ্য থাকে না।বাবা বসে কর্ম, অকর্ম, বিকর্মের রহস্য বলে দেন। কর্ম তো করতেই হবে, এটা হল কর্মক্ষেত্র। সত্যযুগে মানুষ যে কর্ম করে সেসব অকর্ম হয়ে যায়। সেখানে রাবণ রাজ্য নেই, তার নাম হল হেভেন, স্বর্গ। এই সময় স্বর্গ নেই। সত্যযুগে একমাত্র ভারত ছিল অন্য কোনো খন্ড ছিল না। হেভেনলি গড ফাদার বলা হয় সুতরাং বাবা নিশ্চয়ই স্বর্গ রচনা করবেন। এই কথা সব দেশবাসী জানে যে ভারত হল প্রাচীন দেশ। সর্ব প্রথমে শুধুমাত্র ভারত ই ছিল, এই কথা কেউ জানেনা। এখন তো নেই তাইনা। এ হল ৫ হাজার বছরের কথা। তারা বলেও থাকে খ্রীষ্টের থেকে ৩ হাজার বছর পূর্বে ভারত হেভেন ছিল। রচয়িতা নিশ্চয়ই রচনা করবেন। তমোপ্রধান বুদ্ধি হওয়ার জন্য এই কথাও বুঝতে পারে না। ভারত হল সবচেয়ে উঁচু খন্ড। প্রথম বংশ মনুষ্য সৃষ্টির। এও ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে। ধনী মানুষ গরিবদের সাহায্য করে, এও প্রচলিত আছে। ভক্তি মার্গেও ধনী ব্যক্তি গরিবকে দান করে। কিন্তু এই দুনিয়া হল পতিত। তাই যা কিছু দান পুণ্য করা হয়, পতিতই করে, যাকে দান করা হয় তারাও হয় পতিত। পতিত, পতিতকে দান করবে, তার কি ফল প্রাপ্ত করবে। যতই দান পুণ্য করেছে, তবু নীচেই নেমেছে। ভারতের মতন দানী খন্ড

অন্য একটিও নেই। এই সময় তোমাদের যা তন মন ধন আছে, সব এতেই র্অপণ কর, একেই বলে রাজস্ব অশ্বমেধ অবিনাশী জ্ঞান যজ্ঞ। আৎমা বলে - এই পুরানো শরীরও এখানেই স্বাহা র্অথাৎ ভস্মীভূত করতে হবে কারণ তোমরা জানো - সর্ম্পূণ দুনিয়ার মানুষ-মাৎর এতেই ভস্মীভূত হয়, তাই আমরা খুশী মনে বাবার কাছে সর্মপণ করি। আৎমা জানে - আমরা বাবাকে স্মরণ করি। তারা বলেছে, বাবা তুমি যখন আসবে তখন আমরা তোমার কাছে সর্মপণ করবো কারণ এখন আমরা সমর্পিত হলে তুমি ২১ জন্মের জন্য আমাদের কাছে সর্মপণ হয়ে থাকবে । এ হল সওদা র্অথাৎ লেন দেন। আমরা তোমার কাছে সর্মপণ করি তো তুমিও ২১ বার সর্মপণ হয়ে থাকো। বাবা বলেন - যতক্ষণ তোমাদের আৎমা পবিৎর না হচ্ছে ততক্ষণ আমি তোমাদের সর্মপণ স্বীকার করি না।

বাবা বলেন - মামেকম্ স্মরণ করো তাহলে আৎমা পবিৎর হয়ে যাবে। বাবাকে ভুলে তোমরা অনেক পতিত দুঃখী হয়েছো। মানুষ দুঃখী হয় তারপরে শরণাপন্ন হয়। এখন তোমরা ৬৩ জন্ম রাবণের কাছে থেকে অনেক দুঃখী হয়েছো। একজন সীতার কথা নয়, মানুষ মাৎর সবাই হল সীতা । রামায়ণে কাহিনী লিখে দিয়েছে। সীতাকে রাবণ শোক বাটীকায় রেখেছে। বাস্তবে কথাটি সর্ম্পূণ ভাবে এই সময়ের। সবাই রাবণ র্অথাৎ ৫ বিকারের কারাগারে আছে তাই দুঃখী হয়ে ডাকে - এর হাত থেকে আমাদের মুকত করো। একজনের কথা নয়। বাবা বোঝান সর্ম্পূণ দুনিয়া রাবণের কারাগারে রয়েছে। রাবণের রাজৎব তাইনা। বলেও সবাই - রামরাজ্য চাই। গান্ধীজীও বলেছেন, সন্যাসীরা এমন বলবে না যে রামরাজ্য চাই। ভারতবাসীরাই বলবে। এই সময় আদি সনাতন দেবী-দেবতা র্ধম নেই অন্য শাখাগুলি আছে, সৎযযুগ ছিল। একটিই আদি সনাতন দেবী-দেবতা র্ধম ছিল। এখন সেই নাম পরিবর্তিত হয়েছে। নিজের র্ধম ভুলে অন্য র্ধমে কনর্ভাট হয়েছে। মুসলমান এসে অনেক হিন্দুদের নিজের র্ধমে কনর্ভাট করেছে। খ্রিষ্টান র্ধমেও অনেকে কনর্ভাট হয়েছে, তাই ভারতবাসীদের সংৎযা কম হয়ে গেছে। তা নাহলে ভারতবাসীদের সংৎযা সবচেয়ে বেশী হওয়া উচিত। অনেক র্ধমে কনর্ভাট হয়েছে। বাবা বলেন - তোমাদের যে আদি সনাতন দেবী-দেবতা র্ধম, সেই র্ধমটিই সবচেয়ে উঁচু র্ধম। সতোপ্রধান ছিলে, এখন তা বদল হয়ে তমোপ্রধান হয়েছে। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো- জ্ঞান সাগর, পতিত-পাবন যাঁকে আহবান করা হয়, তিনিই সম্মুখে পড়াচ্ছেন। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর। খ্রীষ্টের এমন মহিমা করা হবে না। কৃষ্ণকে জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন বলা হয় না। সাগর এক। চারিদিকে অলরাউন্ড সাগরই সাগর আছে। সাগর দুটি নয়। এ হল মনুষ্য সৃষ্টির নাটক, এতে সকলের আলাদা-আলাদা র্পাট রয়েছে। বাবা বলেন আমার র্কতৎব সবচেয়ে আলাদা, আমি হলাম জ্ঞানের সাগর। তোমরা আমাকেই ডাকো হে পতিত-পাবন, তারপরে বলো লিবেরটর র্অথাৎ উদ্ধারর্কতা। কিসের থেকে লিবারেট করেন ? সে কথা কেউ জানেনা। তোমরা জানো, আমরা সৎযযুগ ৎরেতায় অনেক সুখী ছিলাম, তার নামই হল স্বর্গ। এখন তো নরক তাই র্প্রাথনা করে - দুঃখ থেকে লিবারেট করে সুখধামে নিয়ে চলো। সন্যাসীরা কখনো বলবে না অমুকে স্বর্গে গেছে, তারা বলে পারর্নিবাণে গেছে। বিদেশেও বলে লেফট ফর হেভেনলি অবোড। তারা ভাবে, গড ফাদারের কাছে গেছে। হেভেনলি গড ফাদার বলা হয়, যথাযথভাবে স্বর্গ ছিল। এখন নেই। নরকের পরে স্বর্গ চাই। গড ফাদারকে এখানে এসে স্বর্গ স্থাপন করতে হয়। সূকষ্মবতন, মূলবতনে কোনো স্বর্গ নেই। বাবাকে নিশ্চয়ই আসতে হয়।

বাবা বলেন - আমি এসে প্রকৃতির আধার নিয়ে থাকি, আমার জন্ম মানুষের মতন নয়। আমি র্গভে আসি না, তোমরা সবাই র্গভে আসো। সৎয যুগে র্গভমহল থাকে কারণ সেখানে কোনো বির্কম হয় না যে দন্ড ভোগ করতে হয় তাই তাকে র্গভ মহল বলা হয়। এখানে বির্কম করে, যার দন্ড ভোগ করতে হয়, তাই র্গভ জেল বলা হয়। এখানে রাবণ রাজ্যে মানুষ পাপ করতেই থাকে। এই দুনিয়া হল পাপ আৎমাদের দুনিয়া। ওটা হল পুণ্য আৎমাদের দুনিয়া - স্বর্গ, তাই বলা হয় অশ্বৎথ পাতায় কৃষ্ণের আগমন হয়েছে। এই রূপ কৃষ্ণের মহিমা দেখানো হয়েছে। সৎযযুগের র্গভে দুঃখ থাকে না। বাবা র্কম-অর্কম-বির্কমের গতি বোঝান, যার দ্বারা পরে গীতা শাস্ৎর তৈরি হয়। কিন্তু তাতে শিব ভগবানুবাচ না লিখে কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে। এখন তোমরা জানো, আমরা অসীম জগতের পিতার কাছে অসীমের সুখের উৎতরাধিকার প্রাপ্ত করি। এখন ভারত রাবণের দ্বারা অভিশপ্ত তাই র্দুগতি হয়েছে। এইরূপ বিরাট অভিশাপও ডরামায় র্নিদিষ্ট আছে। বাবা এসে বরদান দিচ্ছেন - আয়ুষ্মান ভব, পুৎরবান ভব, সম্পৎতিবান ভব.... র্সব সুখের উৎতরাধিকার দেন। বাবা এসে তোমাদেরকে পড়ান, যার দ্বারা তোমরা দেবতা হয়ে যাও। এইরূপ নতুন রচনা করা হচ্ছে। বরহমার দ্বারা বাবা তোমাদের আপন করেন। গায়নও আছে প্রজাপিতা বরহমা। তোমরা বরহমার সন্তান বরহমাকুমার-কুমারী হয়েছো। দাদুর সম্পৎতির উৎতরাধিকার পিতার দ্বারা প্রাপ্ত করছো। পূর্বেও এইভাবে নিয়েছিলে। এখন বাবা পুনরায় এসেছেন। বাবার সন্তান বাবার কাছেই যাওয়া উচিত। কিন্তু গায়ন আছে, প্রজাপিতা বরহমার দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টি স্থাপন হয়। সুতরাং এখানেই হবে, তাইনা। আৎমার সম্বন্ধে বলা হবে আমরা হলাম ভাই-ভাই। প্রজাপিতা বরহমার সন্তান হলে তোমরা ভাই-বোন হয়ে যাও। এই সময় তোমরা সবাই হলে ভাই-বোন, তোমরা বাবার কাছে স্বর্গের উৎতরাধিকার প্রাপ্ত করেছিলে। এখনও বাবার কাছে উৎতরাধিকার নিচ্ছো। শিববাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করো। তোমরা আৎমা, তোমাদের শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণের দ্বারাই তোমরা পবিৎর হবে অন্য কোনো উপায় নেই। পবিৎর না হলে তোমরা মুকিতধামে (আৎমাদের নিবাস স্থান) যেতেও পারবে না। জীবনমুকিতধামে র্সব প্রথম আদি সনাতন দেবী-দেবতা র্ধম ছিল তারপর নম্বর অনুসারে অন্য র্ধম গুলি এসেছে। বাবা শেষ কালে এসে সবাইকে দুঃখ থেকে মুকত করেন। তাঁকে বলা হয় লিবারেটর র্অথাৎ উদ্ধারর্কতা। বাবা বলেন - তোমরা শুধু আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। তোমরা আহবানও করো - আমাদের পতিত থেকে পবিৎর করুন। টিচার তো পড়ান, তিনি কী তোমার চরিৎর র্নিমাণ করতে পারেন ? এও হল

পড়াশোনা। বাবা জ্ঞান সাগর এসে জ্ঞান প্রদান করেন। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আৎমাদের পিতা ওঁনার আৎমারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) র্কম, অর্কম, বিকর্মের গতির জ্ঞান লাভ করে এখন আর কোনও বির্কম করবে না। র্কম ক্ষেত্রের র্কম করাকালীন বিকারের ত্যাগ করাই হল বির্কম থেকে সুরক্ষিত থাকা।

২) এমন পবিত্র হতে হবে যে আমাদের সর্মপণ বাবা যেন স্বীকার করে নেন। পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ায় যেতে হবে। তন-মন-ধন এই যজ্ঞে র্অপণ করে সফল করতে হবে।

বরদানঃ- আলস্যের ভিন্ন-ভিন্ন রূপ গুলিকে সমাপ্ত করে সদা উল্লাসে মেতে থাকা তীব্র পুরুষার্থী ভব

র্বতমান সময়ে মায়ার আক্রমণ আলস্যের রূপে ভিন্ন-ভিন্ন রকমের হয়। এই আলস্যও হল বিশেষ বিকার, যা সমাপ্ত করতে সদা উৎসাহী থাকো। যখন উর্পাজন করার উৎসাহ থাকে তখন আলস্য শেষ হয়ে যায়। তাই কখনও উল্লাস কম করবে না। ভেবে দেখবো, করবো, করেই নেব, হয়ে যাবে.... এই সব হলআলস্যের লক্ষণ । এমন আলস্যযুক্ত র্দুবল সঙ্কল্পগুলি সমাপ্ত করে এই সঙ্কল্প করো যা করবো, যতটুকু করবো, এখনই করবো - তখন বলা হবে তীব্র পুরুষার্থী।

স্লোগানঃ- প্রকৃত সেবাধারী হল সে, যার চিন্তন ও র্কম সমান।